রাগ লক্ষণ

প্রাচীন শাস্ত্রে রাগের যে ১৩টি লক্ষণ আমরা দেখতে পাই, আগে তাদের কথা বলছি। (বর্তমানে বহু স্থলেই এই নিয়ম মেনে চলা হয় না।)

১॥ **গ্রহ** বা **গ্রহস্বর** ঃ যে স্বর থেকে রাগের মূর্ছনা আরম্ভ করা হয়, তাকেই "**গ্রহস্বর**" বলে।

২॥ **অংশ** বা **অংশস্বর** ঃ যে কয়েকটি স্বরকে কেন্দ্র করে একটি রাগের প্রকাশ ও যাদের বহুল ব্যবহার এবং ব্যাপকত্ব রাগের মধ্যে প্রকাশ পায়, তাদের "**অংশস্বর**" বলে।

আবার অংশস্বরের অর্থ **'জীবস্বর'** বা **'বাদীস্বর'** বলা হয়; সেক্ষেত্রে অংশের বিশেষ স্বরসৃষ্টিকেই বাদীস্বর বা অংশস্বর বলা হয়। "বদনাৎ বাদী", অর্থাৎ একজন লোকের (বদন) মুখ দেখে যেমন চেনা যায়, তেমনি অংশের মধ্যে যেটি সর্বপ্রধান স্বর, সেই বহুব্যবহৃত স্বরটিই "বাদী"; এবং তার দ্বারাই রাগকে চেনা সম্ভব হয়।

৩॥ **ন্যাস** ঃ যে স্বরে রাগটি শেষ করা যায়, অর্থাৎ একেবারে শেষ করা হয়, অথবা যে স্বরে এসে দীর্ঘ বিশ্রাম নেওয়া হয়, তাকে "**ন্যাস**" বলে।

৪॥ **অপন্যাস** ঃ রাগের প্রথম অংশ যে স্বরে এসে থামে, তাকে "**অপন্যাস**" বলে।

৫॥ **সংন্যাস** বা **সন্যাস** ঃ রাগের প্রথম অংশের প্রথম টুকরো স র গ ম দ্বারা অলংকৃত করে প্রকাশ করার পর যে স্বরে থামে বা যেখানে এসে তার প্রথম অথবা শেষ কলি শেষ করা হয় তাকে "**সংন্যাস**" বা "**সন্যাস**" বলে।

৬॥ **বিন্যাস** ঃ রাগের প্রথম অংশের প্রথম টুকরো সরগম দ্বারা অলংকৃত না করে যে স্বরে এসে থামে, তাকে "**বিন্যাস**" বলা হয়।

অপন্যাস, বিন্যাস প্রভৃতিতে যে স্বরে এসে রাগটি শেষ করা হয়, সেটি **বিদারী** নামে পরিচিত।

৭॥ **বহুত্ব** ঃ রাগে যে স্বর বারবার অর্থে বহুবার ব্যবহার করা হয়, "**বহুত্ব**" বলে তাকে।

বহুত্ব দু' রকমের ঃ (ক) **অলংঘন** ও (খ) **অভ্যাস** বা **আবৃত্তি**।

(ক) যে স্বরটির প্রয়োগ খুব প্রয়োজনীয়, সেই স্বরের বার বার স্পর্শের নাম "**অলংঘন**" বা **অলংঘনমূলক বহুত্ব**। এই অলংঘন-জনিত বহুত্ব প্রায় বাদীর মত। (খ) **অভ্যাস** অথবা **আবৃত্তি ঃ** রাগে যে স্বরের আবৃত্তি বারংবার করা হয় অথচ ঠিক অলংঘনের মত অত বেশীবার নয়, কিন্তু প্রায় সমবাদী স্বরের মতই ব্যবহৃত হয়, তাকেই "**অভ্যাস**" অথবা "**আবৃত্তি**" বলে। এটিকে **অভ্যাস-মূলক বহুত্ব**ও বলা হয়।

৮॥ **অল্পত্ব** ঃ রাগে যে স্বর অল্প ব্যবহৃত হয়, তাকে "**অল্পত্ব**" বলা হয়। এই অল্পত্বও দুই রকমের ঃ (ক) **'লংঘন'** ও (খ) **'অনভ্যাস'**।

(ক) কোন রাগে কোন স্বর অতি অল্প স্পর্শ করাকে বা লোপসাধন করাকে **লংঘন** বা **লংঘনমূলক অল্পত্ব** বলে। (খ) রাগে যে স্বরের ব্যবহার নাই বললেই চলে, তাকেই **অনভ্যাস** অথবা **অনভ্যাসমূলক অল্পত্ব** বলে।

৯॥ **মন্দ্র** ঃ অংশ-স্বর ভেদে উদারা গ্রামের বিশেষ বিশেষ স্বর পর্যন্ত অবরোহণের নিয়মকে **মন্দ্র** লক্ষণ বলে।

১০॥ **তার** ঃ অংশ-স্বর ভেদে তারা গ্রামের বিশেষ বিশেষ স্বর ব্যবহারের নিয়মকে "**তার**" লক্ষণ বলে। রাগের যে সকল স্বর মন্দ্র ও তার সপ্তকে নিয়ে যাওয়া যেত রাগে তাদের ব্যবহার বেঁধে দেওয়া নিয়ম ছিল।

১১॥ **ষাড়বত্ব** ঃ নির্দিষ্ট কোন কারণে কোন রাগে ব্যবহৃত কোন একটি স্বরকে যখন বর্জন করা হয়, তখনই সেটি "**ষাড়বত্ব**" নামে পরিচিত হয়।

১২॥ **ঔড়বত্ব** ঃ বিশেষ কোন কারণে যখন রাগে ব্যবহৃত কোন দুটি স্বরকে বর্জন করা হয়, তখন সেটি "**ঔড়বত্ব**" নামে আখ্যাত হয়।

১৩॥ **অন্তরমার্গ** ঃ ন্যাস, অপন্যাস প্রভৃতির জায়গা ছেড়ে রাগের মাঝে বিশেষ স্বরগুচ্ছ সৃষ্টি করে যখন চমক লাগান হয়, তখন তাকে "**অন্তরমার্গ**" নামে বিভূষিত করা হয়। আগের দিনে স্বরের পাশের কমাগুলিকেও অন্তরমার্গ বলা হত।

হিন্দুস্থানী পদ্ধতির রাগ লক্ষণে বর্তমানে যে সব আইন-কানুন মানা হয়, তাদের কথা বলছি।

(ক) এক সপ্তকের পূর্বাঙ্গে ও উত্তরাঙ্গে এবং শুদ্ধ ও বিকৃত মিলিয়ে পাঁচ স্বরের

কম থাকলে, সেটি রাগ-পদবাচ্য হয় না। ক্বচিৎ এর ব্যতিক্রমে চার স্বরের রাগ দেখা যায়; কিন্তু সেটি সাধারণ নিয়ম নয়।

(খ) মধ্যম স্বরটি ছাড়া কোন রাগেই একই স্বরের শুদ্ধ ও বিকৃত রূপ পর পর ব্যবহার করা হয় না। কদাচিৎ এরূপ ঘটলেও সেটি সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম।

(গ) প্রতিটি রাগের আরোহণ ও অবরোহণ থাকা চাই, এবং তার স্বরগুচ্ছ কোন-না-কোন ঠাটের অন্তর্গত হওয়া দরকার। সব সময়েই আরোহণ-অবরোহণের এক নিয়ম মেনে চলতে হয়, যদিও অনেক ক্ষেত্রে একাধিক নিয়ম পরিলক্ষিত হয়। সেই ক্ষেত্রগুলি ব্যতিরেকে এক নিয়ম মেনে চলাই বিধি।

(ঘ) যে কোন রাগেই হোক, 'স' স্বরটিকে কোন মতেই বাদ দেওয়া চলবে না; আবার 'ম' ও 'প' এই দুইয়ের মধ্যে কোন একটিকে রাখতেই হবে। অর্থাৎ, কোন রাগে এক সঙ্গে 'ম' ও 'প'-কে বাদ দেওয়া চলবে না। এই নিয়ম বজায় রেখে অন্য যে কোন পর পর দুটি স্বর বাদ দেওয়া চলতে পারে।

(ঙ) প্রত্যেক রাগেই একটা নির্দিষ্ট বাদী ও একটা নির্দিষ্ট সংবাদী স্বর থাকা চাই।

(চ) বিভিন্ন রাগের জন্য বিভিন্ন সময় নির্দিষ্ট আছে। সেই নির্দিষ্ট সময়েই রাগের পরিবেশন হওয়া উচিত। অবশ্য এ বিষয়ে অনেকে ভিন্ন মত পোষণ করেন। ("রাগের সময়" দ্রষ্টব্য।)

(ছ) রাগ শ্রুতিমধুর ও রসভাবযুক্ত হওয়া চাই। ("রাগরস" দ্রষ্টব্য।)

...র্ভাব ও তিরোভাব ঃ রাগের আলাপ বা বিস্তার করার